কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষকদের শহরেও বদলির সুযোগ আসছে

অচিরেই নীতিমালা সংশোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলির নীতিমালা সংশোধন করা হচ্ছে। নতুন নীতিমালা কয়েক দিনের মধ্যে জারি করা হতে পারে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। সংশোধিত নীতিমালায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে যেকোনো সময় বদলি হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন ছাড়া অন্য সব সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও সদর উপজেলায় শিক্ষকদের বদলির সুযোগও তৈরি হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলি এত দিন প্রতি শিক্ষাবর্ষের জানুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হতো। বছরের অন্য কোনো সময় শিক্ষকদের বদলি এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। সংশোধিত নীতিমালায় উল্লিখিত সময় বহাল রাখা হলেও যুক্তিসংগত কারণে অন্য সময়েও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে বদলি করার বিধান যুক্ত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ জন্য নীতিমালায় একটি ধারা সংযোজন করা হচ্ছে। এত দিন বদলির বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস নিয়ন্ত্রণ করত। সংশোধিত নীতিমালায় মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপের সুযোগ বাড়বে বলে মনে করছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে জারি করা শিক্ষক বদলির নীতিমালা অনুযায়ী সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও কোনো উপজেলা সদরের বাইরে কর্মরত শিক্ষকরা সিটি, পৌরসভা ও উপজেলা সদরে বদলি হতে পারতেন না। সংশোধিত নীতিমালায় বলা হচ্ছে, সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম দুই বছর পূর্ণ হলে এবং পদ শূন্য থাকলে আন্তউপজেলা বা থানা, আন্তজেলা ও আন্তসিটি করপোরেশন এবং আন্তবিভাগ বদলি করা যাবে। অর্থাৎ নীতিমালা জারি হওয়ার পর সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা এলাকার শিক্ষকরা অন্য সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় বিদ্যালয়ে বদলির সুযোগ পাবেন। তবে অন্য কোনো সিটি করপোরেশনে কর্মরত শিক্ষকরা ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় বদলি হতে পারবেন না। এ বিষয়ে আগের বিধান বহাল রাখা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির নীতিমালা-২০১৫' গত রবিবার জারি করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে মন্ত্রী একটি বিষয় আরো পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেওয়ায় সেদিন জারি হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জানিয়েছেন, শিক্ষক বদলির নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিগগিরই এটা জারি করা হবে।

২০১১ সালের ১৯ জুলাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির নীতিমালা জারি করেছিল। ওই নীতিমালার কারণে সারা দেশে শহর এলাকায় শিক্ষক বদলি কার্যক্রম বন্ধ ছিল। নতুন নীতিমালা জারি হলে সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় পর সেই বাধা কেটে যাবে।

দেশের ৫৯ হাজার ৭৭৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন লাখ এক হাজার ১৯৪ জন শিক্ষকের মধ্যে বদলি হতে ইচ্ছুক শিক্ষকরা সংশোধিত নীতিমালা জারির অপেক্ষায় রয়েছেন।